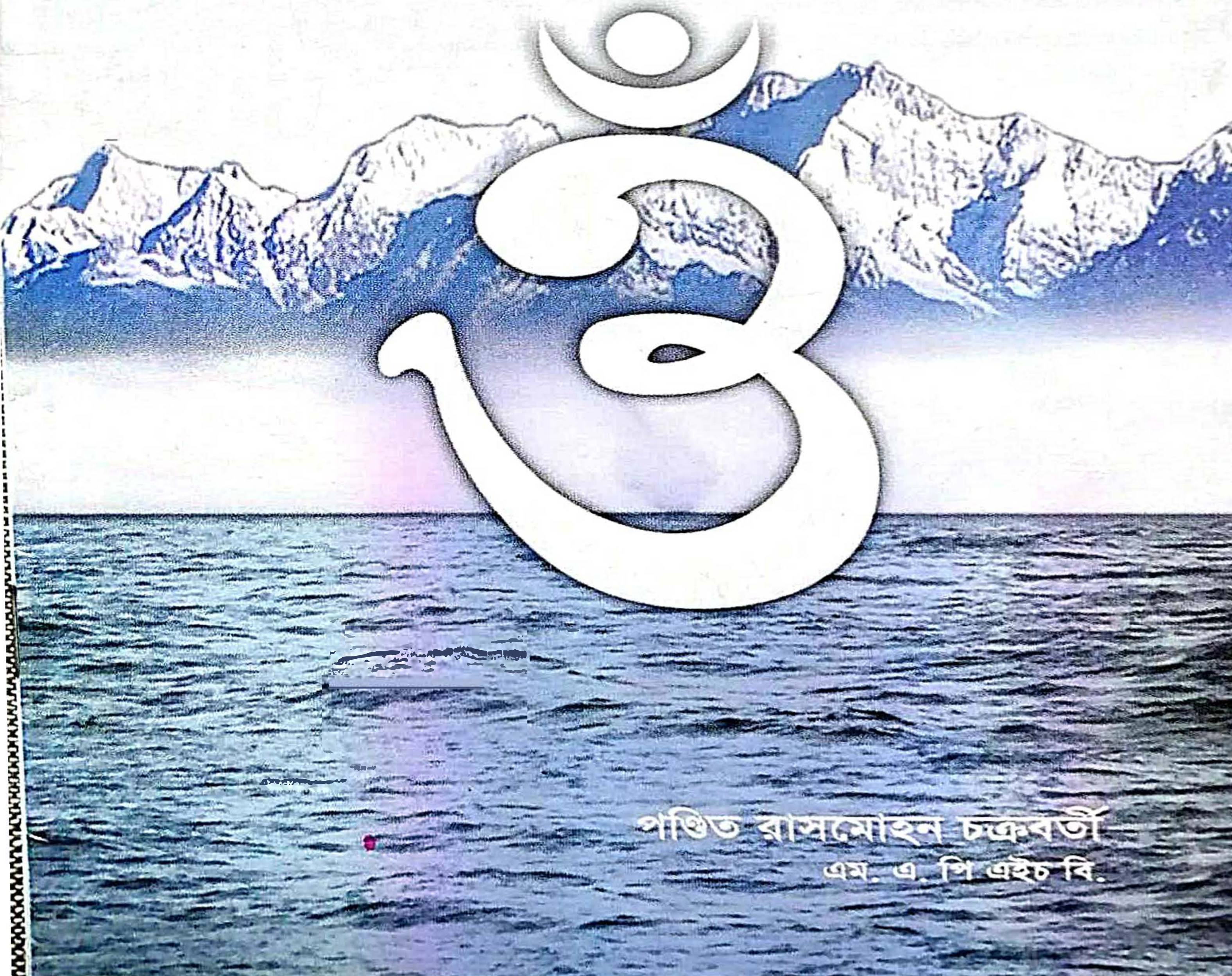
ওঙ্কার তত্ত্ব



ওঙ্কার তত্ত্ব

পণ্ডিত শ্রী রাসমোহন চক্রবর্ত্তী
এম. এ. (ডাবল), পি. এইচ. বি.

ওঙ্কার তত্ত্ব

পণ্ডিত শ্রী রাসমোহন চক্রবর্ত্তী
এম. এ. (ডাবল), পি. এইচ. বি.

গ্রন্থস্বত্ব
অযাচক আশ্রম, বাংলাদেশ।

প্রকাশকাল
জন্মাষ্টমী, ভাদ্র, ১৪১১ বাংলা
সেপ্টেম্বর ২০০৪ ইং

প্রকাশক
শ্রী সুব্রত সাহা
গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ
অযাচক আশ্রম
রহিমপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
শ্রী সুব্রত সাহা

গ্রাফিক্স
মোহাম্মদ আলমগীর, মডার্ন কম্পিউটার, চট্টগ্রাম।

বর্ণবিন্যাস
অরবিটাল, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মুদ্রণে
রূপালী প্রেস, চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম।

মূল্য
১২/-(বার) টাকা

প্রকাশকের কথা

জ্ঞানতাপস, বাগ্মী, আজীবন ব্রহ্মচারী বাণীর বরপুত্র, পণ্ডিতপ্রবর রাসমোহন চক্রবর্তীর "ওঙ্কার তত্ত্ব" ১৩৬৪ বাংলায় বেনারস থেকে প্রকাশিত অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের প্রতিষ্ঠিত বাংলা ভাষায় ধর্মজগতের সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক "প্রতিধ্বনি" পত্রিকায় প্রচারিত হয়। সেই সময় তাঁর এই ধারাবাহিক লেখা ধর্মজ্ঞান পিপাসু সুধী সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

সেই সময় এই অসাধারণ বাগ্মীপ্রবরের তাত্ত্বিক ভাষণ শোনার জন্য শত শত লোক উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন। শ্রীমদ্ভাগবত গীতার আলোকে ওঙ্কার তত্ত্বের সুগভীর তত্ত্ব ব্যবহারিক সহজ উদাহরণসহ তিনি যেভাবে হাসি হাসি মুখে শ্রুতিসুখকর ভাষায় ও কণ্ঠে বর্ণনা করতেন তা পরবর্তীকালে আমরাও সৌভাগ্যক্রমে কখনও কখনও শুনেছি।

আজ আর তিনি আমাদের মাঝে নেই। তাঁর মৌলিক ধারাবাহিক লেখা ওঙ্কার তত্ত্ব দীর্ঘদিন পর আমাদের প্রকাশনা থেকে গ্রন্থাকারে বের করার সুযোগ পেয়ে আমরা আনন্দিত।

আমরা শুনেছি যে, পণ্ডিতপ্রবর রাসমোহন চক্রবর্তী অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের ৫/৬ বছরের কণিষ্ঠ ছিলেন এবং একই সময়ের ব্যবধানে একই স্কুলে পড়াশুনা করেছিলেন। ফলে একই শিক্ষকদের মুখে কিশোর স্বরূপানন্দের তৎকালীন বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক অলৌকিক কাহিনীসমূহ শুনে সেই কিশোর বয়সেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে বাংলা তথা ভারতের শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিতগণের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এই জ্ঞানতাপসের 'ওঙ্কার তত্ত্ব' তাঁর সুমধুর স্মৃতির পাশাপাশি জ্ঞানরাজ্যে সুধী সমাজে জ্যোতির্ম্ময় আলোর সন্ধান দিবে এই আশা রাখি। হরিওঁ।

জন্মাষ্টমী, ভাদ্র, ১৪১১ বাংলা।

— ঃ পুস্তক সমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ—

☆ **অযাচক আশ্রম,** রহিমপুর, ডাক- মুরাদনগর, জেলা- কুমিল্লা-৩৫৪০। ফোন ঃ ০৮০২৬-৮০০৩, ০৮০২৬-৫৬১৮০, ০১৮৯-৮০০৫১১

☆ **অযাচক আশ্রম,** পুরাতন আদালতপাড়া, ডাক ও জেলা- চাঁদপুর পোষ্ট কোড-৩৬০০। ফোন ঃ ০৮৪১-৬৫৮০৬

☆ **শ্রী দয়াময় নাথ,** ডি এন গ্লাস হাউস, স্টেশন রোড, করিমগঞ্জ, আসাম।

☆ **শ্রী যামিনী রঞ্জন দেবনাথ,** প্রণবানন্দ ভবন, বনমালীপুর, পাওয়ার স্টেশনের বিপরীতে, আগরতলা, ত্রিপুরা।

☆ **শ্রী মনোরঞ্জন নাথ,** মুলিয়াবাড়ী, ডিগবয়, আপার আসাম।

☆ **জমিদার হাট অখণ্ডমণ্ডলী,** "অখণ্ড মন্দির", ডাক- জমিদার হাট, জেলা- নোয়াখালী।

☆ **শ্রী অশোক চন্দ্র পাল,** এস. পি. মোটরস্, চেওরিয়া মার্কেট, কলেজ রোড, ফেণী।

☆ **কক্সবাজার অখণ্ডমণ্ডলী,** শ্রী অরুণ চন্দ্র পালিত, চেম্বার- জেলা ও দায়রা জজ আদালত, কক্সবাজার।

☆ **ছায়াগ্রাম গ্লাস হাউস,** (জোরারগঞ্জ ফার্মেসীর উত্তর পাশের গলি) ডাক- জোরারগঞ্জ বাজার, মিরসরাই, জেলা- চট্টগ্রাম।

☆ **ঢাকা মহানগর অখণ্ডমণ্ডলী,** রামসীতার মন্দির, ১৯, জয়কালী মন্দির রোড, ঢাকা-১০০০। (প্রতি শুক্রবার ৮.৩০ মিঃ হতে ১০.৩০ মিঃ)

☆ **শ্রী হরিদাস ভৌমিক,** স্বরূপ শিল্পালয়, ১৫, পুরাতন গীর্জা, চট্টগ্রাম।

☆ **শ্রী সুবল চন্দ্র নাথ,** "স্বরূপ", নূপুর মার্কেট, ষ্টেশন রোড, চট্টগ্রাম।

☆ **শ্রী দেবাশিষ দাস পুরকায়স্ত,** সুপানী ঘাট, ৭৪, মৌবন, জেলা- সিলেট।

ডাকযোগে পুস্তক নিতে হইলে অগ্রিম মূল্যসহ অযাচক আশ্রম (রহিমপুর) এর ঠিকানায় পত্র দিবেন।

ওঙ্কার-রহস্য

[পণ্ডিত শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী, এম. এ., পি-এইচ. বি., পুরাণরত্ন, বিদ্যাবিনোদ।
রামমালা গ্রন্থাগার, কুমিল্লা]

(১)

ছান্দোগ্য উপনিষদে (প্রথমাধ্যায়, চতুর্থখণ্ড) একটি সুন্দর আখ্যায়িকার সাহায্যে ওঙ্কারের স্বরূপ ও মহিমা পরিস্ফুট করা হইয়াছে। দেবগণ মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া বেদবিদ্যার অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানে অভিনিবিষ্ট হইয়া আপনাদিগকে মহামূহ দ্বারা যেন আচ্ছাদন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। দেবতাগণ মন্ত্রদ্বারা নিজেদের আচ্ছাদন করাতেই মন্ত্রের নামান্তর "ছন্দঃ"।

যদেভিরচ্ছাদয়ং স্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্।

(ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ১/৪,২)

কিন্তু দেবতাগণ এতদ্বারা মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করিতে পারিলেন না। স্বল্প জলে বিচরণশীল মৎস্য যেরূপ ধীবর কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া ধৃত হয়, সেই প্রকারে মৃত্যুও ঋক্, যজুঃ ও সামবেদাশ্রিত দেবগণকে দেখিতে পাইয়াছিল। তখন দেবতারা কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ওঙ্কারোপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

যদেত্তদক্ষরমেতদমৃতমভয়ং, তৎপ্রবিশ্য দেবা অমৃতা অভয়া অভবন্।

(১/৪/৪)

যেহেতু এই অক্ষর (ওঁ) অমৃত ও অভয়, দেবগণ ইহাতে প্রবেশ করিয়া অমৃত ও অভয় হইয়াছিলেন।

স য এতদেবং বিদ্বান্ অক্ষরং প্রণৌতি, এতদেবাক্ষরং স্বরম্ অমৃতম্ অভয়ং প্রবিশতি, তৎপ্রবিশ্য যদমৃতা দেবাস্তদমৃতো ভবতি। (১/৪/৫)

যিনি এই প্রকারে ওঙ্কার-তত্ত্ব অবগত হইয়া এই অক্ষরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, তিনিও সেই অমৃত ও অভয়স্বরূপ 'স্বর' নামে

অভিহিত অক্ষরে অর্থাৎ ওঙ্কারে প্রবিষ্ট হন এবং প্রবেশ করিয়া দেবতাদিগেরই মত অমৃত হইয়া যান।

ঋক্, যজুঃ বা সাম যে কোন বেদই অধ্যয়ন করা হউক না, অগ্রে ওঁ এই অক্ষর শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করিতে হয় (অতিস্বরতি)। এই জন্য ওঙ্কার "স্বর" শব্দে অভিহিত হয়।

বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্রাদি যাবতীয় হিন্দুশাস্ত্র ওঙ্কারকে ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ নাম ও প্রতীক স্বরূপে অবধারণ করিয়া ইহাকে ঈশ্বরোপাসনার পরম সাধন বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। ইহা পরমাত্মার আদি বীজমন্ত্র, ইহা হইতেই অপর সমস্ত মন্ত্র উদ্ভূত হইয়াছে। মন্ত্রজগতে ওঙ্কারই একমাত্র পূর্ণ মন্ত্র। অপর মন্ত্র সমূহের পূর্ণত্ব বিধানের জন্য তাহাদের সহিত এই আদি বীজমন্ত্র ওঙ্কার সংযুক্ত করিতে হয়। ওঙ্কারহীন মন্ত্র ব্যবহারে ফলের ত্রুটি হয় অর্থাৎ মূলের সহিত বিযুক্ত থাকায় সে মন্ত্রের পূর্ণতা হয় না, কিন্তু স্বয়ং পূর্ণমন্ত্র হওয়ায় ওঙ্কার অন্য কিছুর অপেক্ষা করে না।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে সর্ব্বোপাসনার অঙ্গভূত ওঙ্কার উপাসনার এইরূপ বিধান নির্দ্ধারিত হইয়াছে ;–

"ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্ব্বম্"।

ওঁ ইহাই ব্রহ্ম। ওঁ ইহাই এই সমুদয়। ওঁ ইহা উচ্চারণ করিয়া সামবেদের গায়কগণ সামগান করেন। ওঁ 'শোং' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঋগ্বেদীয়গণ 'শস্ত্র' অর্থাৎ গীতরহিত ঋক্ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ওঁ ইহা উচ্চারণ করিয়া যজুর্ব্বেদজ্ঞ অধ্বর্য্যু হোতার উচ্চারণের পর মন্ত্র প্রত্যুচ্চারণ করিয়া থাকেন। ওঁ ইহা উচ্চারণ করিয়া যজমান অগ্নিহোত্র সম্পাদনের আদেশ করেন। ব্রাহ্মণ বেদাধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইয়া বলেন,–ওঁ আমি যেন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হই, এই বলিয়া তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।

ওমিতি ব্রাহ্মণ ! প্রবক্ষ্যন্নাহ, ব্রহ্মোপাপ্নুবানীতি, ব্রহ্মৈবাপ্নোতি।

(তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ১৮)

গীতায় শ্রী ভগবান্ও অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন,–

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞ-দান তপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥

(গীতা, ১৭/২৪)

অতএব 'ওম্' উচ্চারণ করিয়াই বেদবাদিগণের বিধানোক্ত যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

মহর্ষি মনু বলেন,–

ব্রহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদ্ আদাবন্তে চ সর্ব্বদা।
স্রবত্যহনোঙ্কৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতে ॥

(মনু সংহিতা, ২/৭৪)

বেদপাঠের আরম্ভে ও সমাপনে সর্ব্বদা প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কার উচ্চারণ করিবে, যেহেতু প্রথমে ওঙ্কার উচ্চারণ না করিলে ক্রমে ক্রমে অধ্যয়ন নষ্ট হইয়া যায় এবং অবসানেও উচ্চারণ না করিলে সমুদয় পাঠ বিশীর্ণ হইয়া যায়।

স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন "তিথিতত্ত্বে" লিখিয়াছেন যে, শাস্ত্রপাঠ বা ক্রিয়াকাণ্ডে যদি কিছু ন্যূন, অতিরিক্ত, ছিদ্রযুক্ত বা অযজ্ঞীয় হয়, তাহা হইলে ওঙ্কার উচ্চারণ করিলেই ঐসকল সদোষ কার্য্য নির্দ্দোষ হইয়া যায়।

যন্ন্যূনং চাতিরিক্তঞ্চ যচ্ছিদ্রং-যদযজ্ঞীয়ম্।
যদমেধ্যমশুধ্যঞ্চ যাতযামঞ্চ যদ্ভবেৎ।
তদোঙ্কারপ্রযুক্তেন সর্ব্বঞ্চাবিকলং ভবেৎ ॥

(২)

ওঙ্কারতত্ত্বে গভীরভাবে প্রবেশ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই প্রশ্ন জাগে, 'ওম্' এই কথাটির নিরুক্তি অর্থাৎ বুৎপত্তিগত অর্থ কি ? ওঙ্কারকে 'প্রণব' নামে অভিহিত করা হয় কেন ? ওঙ্কার-যোগে ব্রহ্মোপাসনা কে, কখন প্রবর্ত্তিত করেন ?

অব্‌ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় করিয়া 'ওম্' শব্দ নিষ্পন্ন (উণাদিসূত্রসূত্র ১/

১৪২) অবতি রক্ষতি প্রাপয়তীতি। যে মন্ত্র সাধককে সংসারসাগর হইতে রক্ষা করে এবং তাহাকে ব্রহ্ম প্রাপ্ত করায় তাহার নাম 'ওম্'। ইহার নামান্তর 'প্রণব'। স্তুতি অর্থবোধক 'নু' ধাতু হইতে 'প্রণব' শুত্র নিষ্পন্ন। প্রকর্ষেণ নূয়তে স্তূয়তে আত্মা স্বেষ্টদেবতা চ অনেন ইতি প্রণবঃ (প্র–নু+অপ্)। এই মন্ত্র দ্বারা (ওঁ) আত্মা এবং স্বীয় ইষ্টদেবতা প্রকৃষ্টরূপে স্তুত হন, এই কারণে ইহার নাম 'প্রণব'।

অ, উ এবং ম এই তিনটি অক্ষরে সন্ধি হইয়া 'ওম্' শব্দটি গঠিত। মনুস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে,–

অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ ॥

(মনু, ২/৭৬)

ব্রহ্মা ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয় হইতে ওঙ্কারের অবয়বীভূত অকার, উকার ও মকার এবং ভুঃ, ভুবঃ ও স্ব এই বাহৃতি-ত্রয় ক্রমে ক্রমে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র মতে,–

অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ।
মকারোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন ত্রয়োমতাঃ ॥

অকার শব্দে বিষ্ণু, উকারে মহেশ্বর এবং মকারে ব্রহ্মা বুঝায় ; ওঙ্কার বা প্রণব বলিলে একত্র এই তিনকেই বুঝিতে হইবে।

অথর্ব্ব-শিরঃ উপনিষদে 'ওঙ্কার' এবং 'প্রণবের' এইরূপ তাৎপর্য্য বিবৃত হইয়াছে,–

অথ কস্মাদ্ উচ্যতে ওঙ্কারঃ ? যস্মাদ্ উচ্চার্য্যমাণএব প্রাণান্ ঊর্দ্ধমুৎক্রাময়তি, তস্মাদ্ উচ্যতে ওঙ্কারঃ।

পরমেশ্বরকে 'ওঙ্কার' শব্দে অভিহিত করা হয় কেন ? যেহেতু তাঁহাকে 'ওঙ্কার' শব্দে উচ্চারণ করিবামাত্রই তিনি পঞ্চপ্রাণকে ঊর্দ্ধে উৎক্রামিত করিয়া থাকেন, এইজন্য তাঁহাকে 'ওঙ্কার' শব্দে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

অথ কস্মাদুচ্যতে প্রণবঃ ? যস্মাদুচ্চর্য্যমাণএব ঋগ্-যজুঃ-সামাথর্ব্বাঙ্গিরসঃব্রহ্ম ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রণয়ামতি নাময়তি চ তস্মাদুচ্যতে প্রণবঃ।

(অথর্ব্বশিরঃ উপনিষৎ, ৪)

পরমেশ্বরকে 'প্রণব' শব্দে অভিহিত করা হয় কেন ? যেহেতু 'প্রণব' শব্দে তাঁহাকে উচ্চারণ করিলে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব–এই বেদ চতুষ্টয় অধ্যেতাদিগের নিকট প্রণতঃ হয়, আপনাকে তাহাদের আয়ত্তীভূত করে, এইজন্য পরমেশ্বরকে 'প্রণব' শব্দে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

অথর্ব্বশিখা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,–

সকৃদ্ উচ্চারিতমাত্রঃ স এষ উর্দ্ধমুৎক্রাময়তীত্যোঙ্কারঃ।
প্রাণান্ সর্ব্বান্ পরমাত্মনি প্রণাময়তীত্যেতস্মাৎ প্রণবঃ ॥

(অথর্ব্বশিখা, ১)

'ওঙ্কার' একবার মাত্র উচ্চারিত হইলেই মনের সহিত সকল প্রাণবায়ুকে ষট্চক্রভেদপূর্ব্বক সুষুম্না নাড়ী দ্বারা ঊর্দ্ধদেশে (শিরোদেশে) উৎক্রামিত করে, এইজন্যই ইহাকে 'ওঙ্কার' বলে।

এই ওঙ্কারের উচ্চারণে জীবের সমস্ত প্রাণশক্তি ব্রহ্মশক্তির অধীন হইয়া তাঁহার দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে নিয়মিত হয়, এই কারণে ইহাকে 'প্রণব' বলে।

প্রণবের একটি নাম 'তার'। "সর্ব্বেভ্যো দুঃখভয়েভ্যঃ সন্তারয়তি ইতি তারণাত্তারঃ"। এই মন্ত্র (ওঁ) জীবকে সর্ব্ববিধ দুঃখ ও ভয় হইতে সম্যক্প্রকারে ত্রাণ করে, এইজন্য ইহাকে "তার" বলা হয়।

"যস্মাদুচ্চার্য্যমাণএব গর্ভ-জন্ম-জরাব্যাধি-মরণ-সংসার-মহাভয়াৎ তারয়তীতি তারঃ"। (অথর্ব্বশিখা)

যেহেতু এইমন্ত্র (ওঁ) উচ্চারিত হইলেই ইহা জীবকে গর্ভে জন্ম, জরা, ব্যধি ও মৃত্যুজনিত সংসাররূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকে, এইজন্য ইহার নাম "তার"।

গায়ত্রী তন্ত্রে 'প্রণব' শব্দের অন্যবিধ নিরুক্তি দৃষ্ট হয়,–

প্রকৃষ্ট নূতনো বর্ণো নিত্যনূতন বিগ্রহঃ।
অর্দ্ধমাত্রাধৃতা বিন্দু ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মিকা।
প্রণবঃ কথ্যতে তেন মুনিভি স্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ (১/৪১)

ইহার বিগ্রহ নিত্য নূতন এবং বর্ণও প্রকৃষ্টরূপে নূতন (প্র+নব), ইহার অর্দ্ধমাত্রাস্থিত বিন্দু সাক্ষাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব স্বরূপ, এইজন্য তত্ত্বদর্শী মুনিগণ ইহাকে 'প্রণব' নামে অভিহিত করেন।

(৩)

ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (পঞ্চম পঞ্চিকা, সপ্তম খণ্ড) ওঙ্কারের উৎপত্তি এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে,–

"প্রজাপতিরকাময়ত প্রজায়েয় ভূয়ান্ত স্যামিতি।" প্রজাপতি কামনা করিলেন, আমি বহু হইয়া জন্মিব। তিনি তপস্যা করিলেন, তপস্যা করিয়া পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক–এই লোক সকল সৃষ্টি করিলেন। তৎপর তিনি সেই লোক সকলের পর্য্যালোচনা করিলেন। তাঁহার পর্য্যালোচনায় সেই লোক সকল হইতে তিনটি জ্যোতি জন্মিল ;–পৃথিবী হইতে অগ্নি, অন্তরিক্ষ হইতে বায়ু ও দ্যুলোক হইতে আদিত্য জন্মিল। তখন তিনি সেই তিন জ্যোতি পর্য্যালোচনা করিলেন। তাঁহার পর্য্যালোচনায় তিন বেদ জন্মিল,–অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ ও আদিত্য হইতে সামবেদ জন্মিল। তখন তিনি সেই বেদত্রয়ের পর্য্যালোচলা করিলেন। তাঁহার পর্য্যালোচনায় বেদত্রয় হইতে তিন শুক্র (জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ) জন্মিল ;– ঋগ্বেদ হইতে ভূঃ, যজুর্ব্বেদ হইতে ভুবঃ এবং সামবেদ হইতে স্বঃ জন্মিল।

তানি শুক্রাণ্যভ্যতপৎ, তেভ্যোহভিতপ্তেভ্য স্ত্রয়োবর্ণা অজায়ন্ত অকার উকারো মকার ইতি।

তখন তিনি শুক্রত্রয়ের পর্য্যালোচনা করিলেন। তাঁহার পর্য্যালোচনায় তাহা হইতে তিন বর্ণ জন্মিল–অকার, উকার ও মকার।

তানেকধা সমভরৎ, তদেতদ্ ওমিতি। তস্মাদ্ ওম্ ওম্ ইতি প্রণৌতি,

ওমিতি বৈ স্বর্গো লোক ওম্ ইত্যসৌ যোহসৌ তপতি।

তিনি সেই তিন বর্ণকে একত্র যোগ করিলেন, তাহাতে তাহা ওঁ হইল। এইজন্য ওঁ বলিয়াই লোকে স্তুতি করে ; ঐ স্বর্গলোকও ওঁ-স্বরূপ, এই যে আদিত্য তাপ দেন, তিনিও ওঁ-স্বরূপ।

ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য বলেন,–

সোহয়ম্ ওঙ্কারঃ স্বর্গপ্রাপ্তিহেতুত্বাৎ তদাত্মকঃ।
তথা যঃ অসৌ আদিত্যস্তপতি অসাবপি ওঙ্কারস্বরূপঃ ;
আদিত্য প্রাপ্তিরপি ওঙ্কারসাধনত্বাৎ।

এই ওঙ্কার স্বর্গপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া স্বর্গলোককে ওঁ-স্বরূপ বলা হইয়াছে। ওঙ্কার-সাধনা দ্বারা আদিত্যলোক প্রাপ্তিও হইয়া থাকে, এইজন্য আদিত্যকে ওঁ-স্বরূপ বলা হইয়াছে।

ওঙ্কার-নাম ও প্রতীক

(১)

ওঙ্কার যেমন ব্রহ্মের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাম, তেমনি উপাসনার্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতীকও বটে। ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রারম্ভেই উক্ত হইয়াছে,–

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথমুপাসীত।
ওমিতি হ্যুদ্‌গায়তি, তস্যোপব্যাখ্যানম্ ॥ (১/১/১)

"ওঁ" এই অক্ষরকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে। কারণ, প্রথমে "ওঁ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া পরে উদ্‌গান করা হয়। অতএব তাহার ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য। সামবেদীয় স্তোত্রবিশেষকে "উদ্গীথ" বলে।

আচার্য্য শঙ্কর পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের ভাষ্য প্রসঙ্গে বলেন,–"ওঁ" এই অক্ষরটি পরমাত্মার অতি সন্নিহিত অভিধান অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ নাম। প্রিয় নাম উচ্চারণ করিলে লোক যেমন সন্তুষ্ট হয়, তেমনি এই ওঙ্কার নাম উপাসনায় প্রযুক্ত হইলে পরমাত্মাও প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

"ওম্ ইত্যেতদ্ অক্ষরং পরমাত্মনোহভিধানং নেদিষ্ঠম্ ;
তস্মিন্ হি প্রযুজ্যমানে স প্রসীদতি প্রিয়নামগ্রহণে ইব লোকঃ।"

শঙ্করাচার্য্য আরও বলিয়াছেন,–প্রতিমার ন্যায় ওঙ্কারও পরমাত্মার প্রতীক ভাব প্রাপ্ত হইতেছে। এই প্রকারে ওঙ্কারই যে নাম ও প্রতীকরূপে পরমাত্মার উপাসনায় শ্রেষ্ঠ সাধন, ইহা সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রে অবগত হওয়া যায়। জপ, কর্ম্ম ও বেদপাঠের আদি ও অন্তে ওঙ্কারের প্রয়োগ বাহুল্যবশতঃ ইহার শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বজন বিদিত।

"তথা চ অর্চ্চাদিবৎ পরস্যাত্মনঃ প্রতীকং সম্পদ্যতে। এবং নামত্বেন প্রতীকত্বেন চ পরমাত্মোপাসনসাধনং শ্রেষ্ঠমিতি সর্ব্ববেদান্তেষু অবগতম্। জপ-কর্ম্ম-সাধ্যায়াদ্যন্তেষু চ বহুশঃ প্রয়োগাৎ প্রসিদ্ধম্ অস্য শ্রৈষ্ঠ্যম্ ॥"

(শাঙ্করভাষ্য, ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ১/১/১)।

কঠোপনিষদে দেখিতে পাই, ধর্মরাজ যম নচিকেতার নিকট ওঙ্কারের স্বরূপ ও মহিমা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়া বলিতেছেন,–

সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥
(কঠ, ২/১৫)

সমুদয় বেদ যে পূজনীয়কে কীর্ত্তন করে, সমুদয় তপস্যা যাঁহাকে ব্যক্ত করে অর্থাৎ যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সকল প্রকার তপস্যা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা করিয়া সাধকগণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহার স্বরূপ আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি,–তিনি এই "ওঁ"।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরং পরম্)
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥ ১৬

এই অক্ষরই (ওঁ) সগুণব্রহ্ম, এই অক্ষরই পর অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম ; এই অক্ষরকে জানিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে, তাহার তাহাই সিদ্ধি হয়।

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনংপরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৭

ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধন আলম্বন অর্থাৎ নাম সমূহ মধ্যে এই ওঙ্কারই শ্রেষ্ঠ নাম, ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধন আলম্বন অর্থাৎ প্রতীকসমূহ মধ্যে এই ওঙ্কারই শ্রেষ্ঠ প্রতীক। নাম ও প্রতীকরূপে এই আলম্বনকে অবগত হইয়া সাধক ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হইয়া থাকেন।

অবিদ্যার অন্ধতমিস্রা অতিক্রম করিতে হইলে সাধক পরমাত্মাকে অবশ্যই ওঙ্কাররূপে ধ্যান করিবেন। মুণ্ডক উপনিষদে ঋষি নির্দ্দেশ দিতেছেন,–

ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং
স্বস্তি বঃ পরায় তমসঃ পরস্তাৎ। (২/২/৬)

"ওঁ" এইরূপে তোমরা আত্মাকে ধ্যান করিবে। অবিদ্যা অন্ধকারের পরপারে উত্তীর্ণ হওয়া সম্বন্ধে তোমাদের যাত্রা নির্ব্বিঘ্ন হউক।

প্রশ্নোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,–

তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্,

যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চেতি ॥ (৫/৭)

বিদ্বান্ পুরুষ এই ওঙ্কার আলম্বন দ্বারাই সেই যে শান্ত, অজর, অমর ও অভয় পরব্রহ্ম, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

(২)

ওঙ্কার যোগে কি করিয়া ব্রহ্মসাধনা করিতে হইবে সে সম্বন্ধে মুণ্ডক উপনিষদে সুন্দর উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যোদ্ধা ধনুতে শর সন্ধান করিয়া লক্ষ্য-বস্তুতে চিত্তকে সমাহিত করতঃ শরনিক্ষেপ করিলে লক্ষ্য বিদ্ধ হইয়া থাকে। সাধকের লক্ষ্যবস্তু হইতেছে ব্রহ্ম, ওঙ্কার ধনু, শর জীবাত্মা। ওঙ্কারধনুতে জীবাত্মারূপ শর সন্ধান করিয়া ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করিতে হইবে।

ধনু গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং

শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।

আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা

লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি ॥

(মুণ্ডক উপনিষৎ, ২/২/৩)

উপনিষৎ-বিহিত মহাস্ত্র ধনু গ্রহণ করিয়া উপাসনা দ্বারা শাণিত শর সন্ধান করিবে। হে সৌম্য ! তাঁহাতে (ব্রহ্মে) ভাবনাগত চিত্তদ্বারা ধনু আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্যস্বরূপ সেই ব্রহ্মকেই বিদ্ধ করিবে।

ধনু কি, শর কি, লক্ষ্য কি, কিভাবে লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করিতে হইবে, পরবর্ত্তী মন্ত্রে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে।

প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।

অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ (২/২/৪)

প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কর ধনু, শর জীবাত্মা এবং ব্রহ্মকে তাহার লক্ষ্য বলা হইয়া থাকে। একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবে এবং শরের ন্যায় তন্ময় হইয়া যাইতে হইবে অর্থাৎ শর যেমন লক্ষ্যবস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যায়, তেমনি সাধকের আত্মা পরমাত্মাতে নিমগ্ন হইয়া যাইবে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে প্রণবকে "ব্রহ্ম-উডুপ" অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ ভেলা বলা হইয়াছে এবং যোগ-ক্রিয়া অবলম্বনে প্রণব-সাধনা উপদিষ্ট হইয়াছে।

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং
হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
স্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি ॥ (২/৮)

বক্ষস্থল, গ্রীবা ও মস্তক—এই তিন উন্নত স্থান বিশিষ্ট শরীরকে সমভাবে স্থাপন করিয়া এবং মন দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহকে হৃদয়ে সন্নিবেশিত করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ প্রণবরূপ ভেলা দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তি সমুদায় ভয়াবহ সংসার রূপ স্রোত উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

ওঙ্কার-জপ ও ধ্যানের দ্বারা এই দেহেই আত্মদর্শন হইয়া থাকে। (প্রণবেন দেহে" ১/১৩)।

স্বদেহমরাণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।

ধ্যাননির্মথনভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥ (১/১৪)

দুইটি অরণি কাষ্ঠ উপর্য্যুপরি স্থাপন্ পূর্ব্বক ঘর্ষণ দ্বারা যজ্ঞীয় অগ্নি উৎপাদন করা হইত। এই দৃষ্টান্ত অবলম্বনে ঋষি ওঙ্কার সাধনা দ্বারা কিরূপে নিজদেহে জ্যোতির্ম্ময় পরম দেবতাকে দর্শন করিতে হয়, এই মন্ত্রে তাহাই উপদেশ করিতেছেন,—

নিজের দেহকে অধস্তন অরণি করিয়া এবং প্রণবকে ঊর্দ্ধতন অরণি

করিয়া, ধ্যানরূপ ঘর্ষণ অভ্যাস দ্বারা কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নিপ্রকাশবৎ সাধক নিজের অন্তরে প্রচ্ছন্ন জ্যোতির্ম্ময় দেবতাকে দর্শন করিবেন।

সর্ব্ব উপনিষদের সারভূত শ্রীমদভগবদ্‌গীতাতে অক্ষর-ব্রহ্মযোগ অধ্যায়ে (অষ্টম অধ্যায়ে) ওঙ্কার সাধনা ও তাহার ফল বিশেষ ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে দেহান্তকালে কিরূপে ওঙ্কার-জপ ও ধ্যান দ্বারা সাধক পরমা গতি লাভ করেন, তাহা বলা হইতেছে,—

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্‌॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্‌ মামনুস্মরন্‌।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্‌ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্‌॥

(গীতা, ৮/১২-১৩)

সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বার সংযত এবং মন হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া ভ্রূযুগলের মধ্যে নিজের প্রাণবায়ুকে স্থাপন করতঃ যোগ-ধারণা অবলম্বন পূর্ব্বক যিনি "ওঁ" এই একাক্ষর ব্রহ্ম-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে আমাকে স্মরণ করতঃ দেহত্যাগ করেন, তিনি পরমা গতি অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

"ওমিত্যেকাক্ষরংব্রহ্ম ব্যাহরন্‌" ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীমন্‌ মধুসূদন সরস্বতী বলেন,—

ওমিত্যেকং অক্ষরং ব্রহ্মবাচকত্বাৎ প্রতিমাবদ্‌ ব্রহ্মপ্রতীক ত্বাদ্‌ বা ব্রহ্ম।

"ওঁ" এই যে একটি অক্ষর, ইহা ব্রহ্মের বাচক অথবা ইহা প্রতিমাদির ন্যায় ব্রহ্মের প্রতীক, সুতরাং ইহাকে ব্রহ্ম বলিয়াই অভিহিত করা হয়।

'একাক্ষরং' কথাটির তাৎপর্য্য এই যে, মৃত্যুকালে যখন সমস্ত ইন্দ্রিয় আকুল ও নিস্তেজ হয়, তখন দীর্ঘমন্ত্র উচ্চারণ করা দুঃসাধ্য, কিন্তু 'ওঁ' মন্ত্রটি একটি অক্ষর মাত্র হওয়ায় ইহা অনায়াসে উচ্চারণ করা যাইতে পারে, অথচ ইহা পরম পদের প্রাপক। সুতরাং 'একাক্ষরং' পদ-প্রয়োগ দ্বারা ওঙ্কারের বিশেষ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইল।

ওমিতি ব্যাহরন্ ইতি এতাবতৈব নির্ব্বাহে একাক্ষরম্ ইতি অনায়াসকথনেন স্তত্যর্থম্।

(শ্রীমন মধুসূদন সরস্বতীকৃত গীতাটীকা, ৮/১৩)।

(৩)

মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার যোগসূত্রে (১/২৭-২৯) প্রণবের স্বরূপ, প্রণবসাধনা ও তাহার ফল বিবৃত করিয়াছেন।

"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। (যোগসূত্রে (১/২৭)

প্রণব বা ওঙ্কার ঈশ্বরের বাচক। ঈশ্বর বাচ্য, প্রণব বাচক। বাচ্য শব্দ প্রয়োগ দ্বারা ঈশ্বর যে জ্ঞেয় বা সাধ্য তাহা বুঝাইতেছে। এই জ্ঞেয়ে উপনীত হইবার পক্ষে অর্থাৎ তাঁহাকে জানিবার শ্রেষ্ঠ সাধন হইতেছে প্রণব। কি ভাবে প্রণবের সাধনা করিতে হইবে পরবর্ত্তী সূত্রে তাহা ব্যক্ত করিতেছেন,–

"তজ্জপস্তদর্থভাবনম্"। (১/২৮)

প্রণব-মন্ত্র জপ ও তাহার অর্থ চিন্তা করিতে হইবে।

এই প্রকারে অর্থ ভাবনা সহ প্রণব জপ করিতে করিতে শারীরিক ও মানসিক যোগবিঘ্ন সমূহ নিরাকৃত হয়, চিত্ত একাগ্র হয় এবং ক্রমশঃ অন্ত র্দৃষ্টি বিকশিত হইয়া স্বদেহে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়।

"ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ।" (১/২৯)

তাহা হইতে অর্থাৎ নিত্য প্রণব-জপ ও প্রণবার্থ-ভাবনা করিতে করিতে প্রত্যক্‌চেতনের সাক্ষাৎকার হয় অর্থাৎ স্বরূপ দর্শন হয় এবং যোগবিঘ্ন সমূহের অপগম হইয়া থাকে !

ওঙ্কারের অবয়ব-রহস্য

মাণ্ডূক্য উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে,–

"ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম ॥" (১)

ওঁ এই অক্ষরটিই সমস্ত জগৎ। ওঙ্কারাত্মক জগৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তুরীয়–এই চারিপাদযুক্ত, চতুষ্পাদ।

"সর্ব্বংহ্যেতদ্‌ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, সোহয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।" (২)

এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎই ব্রহ্মস্বরূপ, এবং এই আত্মাও (জীবও) ব্রহ্মস্বরূপ ; সেই এই আত্মা চতুষ্পাদ অর্থাৎ চারিটি অংশযুক্ত। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রধানতঃ চেতনার এই তিনটি অবস্থার ভিতর দিয়াই জীবের জীবনপ্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। সর্ব্বদাই চৈতন্যের এই তিন অবস্থার কোন-না কোন একটি ভূমিতে তাহাকে থাকিতে হয়। উক্ত অবস্থাত্রয়ের অতীত আরও একটি সমুন্নত চৈতন্যভূমিতে উচ্চকোটির সাধকগণ আরোহণ করিয়া থাকেন, যাহাকে তুরীয় অবস্থা বা ব্রহ্মভাব বলে ; ইহা সমাধি দ্বারা অধিগম্য। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তুরীয়–চৈতন্যের এই চারিটি অবস্থা ওঙ্কারের চারিটি মাত্রা দ্বারা যথাক্রমে প্রকাশিত। ওঙ্কারের চারিটি মাত্রা বা চারিটি পাদ কি কি ? (১) অকার, (২) উকার, (৩) মকার এবং (৪) অর্দ্ধমাত্রা বা নাদবিন্দু–ইহাদিগকে ওঙ্কারের মাত্রা চতুষ্টয় বা পাদ-চতুষ্টয় বলে। ওঙ্কার-তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইতে হইলে ওঙ্কারের উক্ত অবয়ব-রহস্য অবধারণ করিতে হইবে।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের পরমগুরু আচার্য্য গৌড়পাদ মাণ্ডূক্য উপনিষদের গৌড়পাদ-কারিকায় বলিয়াছেন,–

ওঙ্কারং পাদশো বিদ্যাৎ পাদা মাত্রা ন সংশয়ঃ।

ওঙ্কারং পাদশো জ্ঞাত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ (২৪)

ওঙ্কারকে এক এক পাদ করিয়া জানিবে। পাদ ও মাত্রা একই পদার্থ, ইহাতে সংশয় নাই। ওঙ্কারকে পাদক্রমে জানিয়া আর কিছুই চিন্তা করিবে না।

এই চতুষ্পাদ ওঙ্কারের প্রত্যেক পাদের এক একজন অধিষ্ঠাতা দেবতা, বেদ ইত্যাদি রহিয়াছেন। অথর্ব্বশিখা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,–

ওমিত্যেতদক্ষরমাদৌপ্রযুক্তং ধ্যানং ধ্যায়িতব্যম্।
ওমিত্যেতদক্ষরস্য পাদাশ্চত্বারো দেবাশ্চত্বারো
বেদাশ্চত্বারঃ। চতুষ্পাদেতদক্ষরং পরং ব্রহ্ম। (১)

"ওঁ" এই অক্ষরকে সমস্ত মন্ত্রের আদিতে প্রয়োগ করিয়া তাহার ধ্যান করিবে। "ওঁ" এই অক্ষরের পাদ চারিটি, দেবতা চারি জন এবং বেদও চারিটি। চতুষ্পাদবিশিষ্ট এই অক্ষরই (ওঁ) পরম ব্রহ্ম।

প্রণব উপনিষদে কথিত হইয়াছে,–

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম যদুক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ।
শরীরং তস্য বক্ষ্যামি স্থানকালত্রয়ং তথা ॥
তত্র দেবাস্ত্রয়ঃ প্রোক্তা লোকা বেদাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
তিস্রো মাত্রার্দ্ধমাত্রা চ প্রত্যক্ষস্য শিবস্য তৎ ॥

ব্রহ্মবাদিগণ যেই ওঙ্কারকে একাক্ষর ব্রহ্ম বলিয়াছেন, তাহার শরীর, স্থান ও কালত্রয় বলিতেছি। প্রত্যক্ষ শিব বা ব্রহ্মের প্রতীক স্বরূপ ঐ ওঙ্কারের তিন মাত্রার অধিষ্ঠাতা তিন দেবতা, তিন লোক, তিন দেব এবং তিন অগ্নি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তিন মাত্রা (অকার, উকার ও মকার) ব্যতীত অর্দ্ধমাত্রা বা নাদ-বিন্দু রহিয়াছে।

(১) অকার-তত্ত্ব– ওঙ্কারের প্রথম মাত্রা অকার জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা বিশ্বরূপ আত্মা বা বৈশ্বানর। "অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্"। অকার বিরাটের ন্যায় সকল বাক্য ব্যাপিয়া বিদ্যমান। ইহা যেমন প্রণবের প্রথম বর্ণ, বিশ্বস্রষ্টা বিরাট্ ব্রহ্মাও তেমনি সৃষ্ট্যাদি অবস্থাত্রয়ের প্রথম দেবতা।

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রা, আপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্ বা; আপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামান্, আদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ।

(মাণ্ডূক্য উপনিষৎ ৯)

জাগ্রত অবস্থার অধিষ্ঠাতা বৈশ্বানরই ওঙ্কারের প্রথম মাত্রা অ-কার, কারণ উভয়েই ব্যাপক অথবা উভয়েই প্রথম [অর্থাৎ বৈশ্বানর জগৎ ব্যাপ্ত

করিয়া আছেন, অ-কারও সকল অক্ষর ব্যাপ্ত করিয়া আছে অথবা বৈশ্বানর জগতের আদি, অ-কার অক্ষরের আদি]। যিনি ইহা জানেন তিনি সকল কামনার বস্তু লাভ করেন এবং মহৎ লোকদের মধ্যেও প্রথম হন।

অথর্ব্বশিখা উপনিষদে ওঙ্কারের অকাররূপ প্রথম মাত্রার অধিষ্ঠান লোক, দেবতা, বেদাদি এইরূপ বিবৃত হইয়াছে,–

পূর্ব্বাস্য মাত্রা পৃথব্যকারঃ, স ঋগ্‌ভি র্ঋগ্বেদো ব্রহ্মা বসবো গায়ত্রী গার্হপত্যঃ।

ওঙ্কারের প্রথম মাত্রা অকারের অধিষ্ঠানলোক পৃথিবী, ঋগ্বেদ ইহার বেদ, অধিষ্ঠাতা দেব হইতেছেন ব্রহ্মা, গণদেবতা অষ্টবসু, ছন্দঃ গায়ত্রী এবং অগ্নি গার্হপত্য।

প্রণব উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,–
ঋগ্বেদো গার্হপত্যং চ পৃথিবী ব্রহ্ম এব চ।
অকারস্য শরীরং তু ব্যাখ্যাতং ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥

ঋগ্বেদ, গার্হপত্য অগ্নি, পৃথিবী এবং ব্রহ্মা–ইহাদিগকে অকারের শরীর,– ব্রহ্মবাদিগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(২) উকার-তত্ত্ব–ওঙ্কারের দ্বিতীয়মাত্রা উকার স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাতা তৈজস আত্মা। স্বপ্নাবস্থায় যেমন জাগ্রৎ অপেক্ষা উপাধির নূন্যতা হেতু স্বপ্নাধিষ্ঠাতা তৈজস আত্মা বৈশ্বানর অপেক্ষা ঊর্দ্ধস্থ বা উৎকৃষ্ট, তেমনি অকার অপেক্ষা উকার-তত্ত্বজ্ঞান অধিক শ্রেয়স্কর। অকার-তত্ত্বজ্ঞানে কামনা সিদ্ধ হয়, উকার-তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞান-সমূহের উৎকর্ষ সাধিত হয়। উকার অক্ষরটি যেমন অকার ও মকারের মধ্যবর্ত্তী সেইরূপ তৈজস আত্মাও বৈশ্বানর এবং (সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা) প্রাজ্ঞের মধ্যস্থিত।

স্বপ্নস্থানস্তৈজসঃ উকারো দ্বিতীয়া মাত্রা, উৎকর্ষাদ্ উভয়ত্বাদ্ বা ; উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি, নাস্যা ব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি, য এবং বেদ। (মাণ্ডূক্য উ ; ১০)

স্বপ্নস্থানগত তৈজস আত্মাই ওঙ্কারের দ্বিতীয় মাত্রা উকার স্বরূপ। কেননা উভয়েরই উৎকর্ষ এবং মধ্যবর্ত্তিত্ব ধর্ম্ম তুল্য। যিনি এতদুভয়ের

একত্ব জানেন, তিনি স্বীয় জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করেন, সাধুজনের সমান হন এবং ইহার বংশে ব্রহ্মজ্ঞানহীন কেহ জন্মে না।

অথর্ব্বশিখা উপনিষদে উল্লিখিত আছে,–

দ্বিতীয়ান্তরিক্ষমুকারঃ স যজুভি যজুর্ব্বেদো বিষ্ণুরুদ্রা স্ত্রিষ্টুপ্ দক্ষিণাগ্নিঃ।

ওঙ্কারের দ্বিতীয়মাত্রা উকার, ইহার লোক অন্তরিক্ষ, বেদ যজুঃ, অধিষ্ঠাতা দেব বিষ্ণু, গণদেবতা একাদশ রুদ্র, ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্ এবং অগ্নি দক্ষিণাগ্নি।

প্রণব উপনিষদেও কথিত হইয়াছে,–

যজুর্ব্বেদোঽন্তরিক্ষং চ দক্ষিণাগ্নিস্তথৈব চ।
বিষ্ণুশ্চ ভগবান্ দেব উকারং পরিকীর্ত্তিতঃ॥

(৩) মকার-তত্ত্ব–মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ ওঙ্কারের তৃতীয়মাত্রা মকারের স্বরূপ এবং মকার তত্ত্ব বিজ্ঞানের ফল এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,–

সুষুপ্তস্থান ঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্বা, মিনোতি হ বা ইদং সর্বমপীতিশ্চ ভবতি, য এবং বেদ। (মাণ্ডূক্য উ, ১১)

সুষুপ্তি স্থানগত প্রাজ্ঞ আত্মা ওঙ্কারের তৃতীয়পাদ মকার স্বরূপ। কেননা প্রাজ্ঞ ও মকার উভয়েই যথাক্রমে বৈশ্বানর ও তৈজসের এবং অকার ও উকারের পরিমাপক বা নির্গম স্থান এবং অপীতি বা বিলয়স্থান। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি এই সমস্ত অবগত হন এবং সকলের আশ্রয়ীভূত হন।

যেরূপ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন প্রকৃতিবশে সুষুপ্তিতে লয় হয়, তদ্রূপ অ এবং উ অকারে লীন হয়, সৃষ্টিও স্থিতি লয়ে পর্য্যবসিত হয়। এই প্রকার সুষুপ্তি-শেষে জাগ্রদাদি পুনঃ আবির্ভূত হয়, সেইরূপ ওঙ্কার পুনঃ উচ্চারিত হওয়া কালে লয়স্থান ম হইতেই অ এবং উ মাত্রা পুনঃ নির্গত হয়। এই কারণে ওঙ্কারের তৃতীয়মাত্রা মকারকে সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা প্রাজ্ঞ আত্মা স্বরূপ বলা হইয়া থাকে।

অথর্ব্বশিখা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,–

তৃতীয়া দ্যৌ র্মকারঃ স সামভিঃ সামবেদো রুদ্র আদিত্যা জগত্যাহবনীয়ঃ।

ওঙ্কারের তৃতীয় মাত্রা মকার ইহার লোক স্বর্গ, বেদ সাম, অধিষ্ঠাতা

দেব রুদ্র, গণদেবতা দ্বাদশ আদিত্য, ছন্দঃ জগতী এবং অগ্নি আহবনীয়।

প্রণব উপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে,–

সামবেদাস্তথা দৌশ্চাহবনীয় স্তথৈব চ।
ঈশ্বরঃ পরমো দেবো মকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

এইমতে মকারের অধিষ্ঠাতা দেব পরমেশ্বর। বেদ সাম, লোক স্বর্গ এবং অগ্নি আহবনীয়।

(৪) অর্দ্ধমাত্রা (নাদ-বিন্দু)- ওঙ্কারের মধ্যে অ, উ, ম্–এই তিনটি বর্ণ আছে। এতদতিরিক্ত 'অর্দ্ধমাত্রা' আছে তাহা নাদ-বিন্দু-স্বরূপ (৺) এবং প্রণবের মস্তকে অবস্থিত। ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে মাণ্ডূক্যশ্রুতি বলিতেছেন,– অমাত্রশ্চতুর্থোহব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোহদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব। (১২)

তুরীয় ওঙ্কার অকারাদি মাত্রাত্রয়রহিত, বাক্যমনের অগোচর বলিয়া ব্যবহারের অযোগ্য, জগৎ প্রপঞ্চের নিবৃত্তিস্থান, মঙ্গলময় এবং অদ্বৈত আত্মস্বরূপই বটে।

ওঙ্কারের চতুর্থ মাত্রাটির উচ্চারণ সম্পূর্ণ হয় না বলিয়া ইহাকে "অর্দ্ধমাত্রা" বলা হইয়া থাকে।

প্রণবের অ, উ, ম্ অর্থাৎ 'ওম্' শব্দ দ্বারা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব স্বরূপ সগুণ ব্রহ্ম লক্ষিত হন। "বিন্দু" দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্ম বোধিত এবং অর্দ্ধাচন্দ্রাকৃতি "নাদ" দ্বারা শব্দব্রহ্মময়ী আদ্যাশক্তি সূচিতা হইয়া থাকেন। ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবের ত্রিবিভক্তবৎ শক্তি দ্বারা সমাবৃতা হইয়া শব্দব্রহ্মময়ী আদ্যাশক্তি "নাদ"রূপে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা দ্বারা জ্ঞাপিতা হইয়া থাকেন ; আর তাহার মধ্যকেন্দ্রে সাক্ষিমাত্র স্বরূপে অবস্থিত "বিন্দু" বা পরব্রহ্ম। প্রণব সংযোগে যেমন সকল মন্ত্র নির্দ্দোষ ও পূর্ণ হয়, তদ্রূপ অর্দ্ধমাত্রা বা নাদ-ব্রিন্দু-সংযোগে ওঙ্কার মূলতত্ত্বের সহিত সংযুক্ত হইয়া পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। প্রাচীন লিপিভঙ্গীতে পূর্ণপ্রণব "ওঁম" ঈদৃশাকারে লিখিত হওয়া দৃষ্ট হয়। প্রণবের শীর্ষস্থ পরব্রহ্ম-পরাশক্তি দ্যোতক বিন্দু-নাদ চিহ্নটি অ-উ-ম্ এর ন্যায় প্রকটাকার ও ব্যবহার্য্য না হওয়ায় উহাকে উহ্য রাখিয়া "ওম্" অথবা ম্ স্থানে চন্দ্রবিন্দু করিয়া "ওঁ" এইরূপে সংক্ষিপ্ত লিখনভঙ্গি সমধিক প্রচলিত হইয়াছে।

ওঙ্কার-সাধনা

(১)

তন্ত্র ও যোগশাস্ত্রে ওঙ্কার অবলম্বনে আত্মোপলব্ধির জন্য নানা প্রকার সাধন-পন্থা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। নাদ-বিন্দু উপনিষদে অকার, উকার, মকার, বিন্দু ও নাদ—এই পঞ্চাবয়বযুক্ত ওঙ্কারকে "হংস" রূপে ধ্যান করিতে বিধান দেওয়া হইয়াছে। এই সাধন-প্রণালীর নাম "হংস-যোগ"।

ওঙ্কারের পঞ্চ অবয়ব দ্বারা "হংসে"র পঞ্চ অবয়ব নির্ম্মিত,—

অকারো দক্ষিণঃ পক্ষ উকার স্তূত্তরঃ স্মৃতঃ।
মকার স্তস্য পুচ্ছং বা অর্দ্ধমাত্রা শিরস্তথা ॥

প্রণবের অকার হংসের দক্ষিণ পক্ষ, উকার বাম পক্ষ, মকার পুচ্ছ এবং অর্দ্ধমাত্রা অর্থাৎ নাদ ও বিন্দু সেই প্রণবরূপী হংসের মস্তক স্বরূপ।

পাদৌ রজস্তম স্তস্য শরীরং সত্ত্বমুচ্যতে।
ধর্ম্মশ্চ দক্ষিণং চক্ষুরধর্ম্মশ্চোত্তরং স্মৃতম্ ॥

সেই হংসের পাদদ্বয় রজঃ ও তমোগুণ, সত্ত্বগুণ তাহার দেহ, ধর্ম্ম তাহার দক্ষিণ চক্ষু এবং অধর্ম্ম তাহার বাম চক্ষু।

প্রণবরূপী হংসদেহে ভূরাদি সপ্তলোক ব্যবস্থিত যথা,—

ভূর্লোকঃ পাদয়োস্তস্য ভুবর্লোকস্তু জানুনোঃ।
স্বর্লোকঃ কটিদেশে তু নাভিদেশে মহর্জগৎ ॥
জনলোকস্তু হৃদয়ে কণ্ঠদেশে তপস্ততঃ।
ভ্রুবো র্ললাটমধ্যে তু সত্যলোকো ব্যবস্থিতঃ ॥

(নাদবিন্দু উপনিষদ্ ১—৪)

ভূঃ-লোক এই হংসের পাদদ্বয়ে অবস্থিত, ভুবঃ-লোক তাহার জানুদ্বয়ে, স্বর্গলোক তাহার কটিদেশে এবং সহঃ-লোক নাভিদেশে বিদ্যমান। তাহার হৃদয়দেশে জনলোক, কণ্ঠদেশে তপোলোক এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ললাটদেশে সত্যলোক অবস্থিত রহিয়াছে।

এই প্রকারে হংসরূপে ওঙ্কার উপাসনার ফল কি, তাহা বলিতেছেন,–

সহস্রার্ণমতীবাত্র মন্ত্র এষ প্রদর্শিতঃ।
এবমেনং সমারূঢ়ো হংসযোগ-বিচক্ষণঃ।
ন বধ্যতে কর্মচারী পাপকোটিশতৈরপি ॥ ৫

এইভাবে প্রদর্শিত উপায়ে ওঙ্কার-মন্ত্রের উপাসনা সহস্র সংখ্যক অন্য মন্ত্রের ফলকে অতিক্রম করিয়া বিশেষ ফল প্রদান করিয়া থাকে। "হংস-যোগে" বিচক্ষণ যেই সাধক এই হংসে আরোহন করিতে পারেন, তিনি কর্ম্ম করিলে যদি সেই কর্ম্ম হইতে কোটি শত পাপও জন্মে, তথাপি তিনি তদ্দারা বন্ধন প্রাপ্ত হন না।

(২)

ওঙ্কার হইতেই তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত সুপ্রসিদ্ধ "হংসঃ" বীজ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রণবের সহিত পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব এবং প্রাণায়াম-বিজ্ঞান মিলিত হইয়া এই বিচিত্র বীজমন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,–

উচ্ছ্বাসৈরেব নিঃশ্বাসৈর্হংস ইত্যক্ষরদ্বয়ম্।
তস্মাৎ প্রাণশ্চ হংসাখ্য আত্মাকারেণ সংস্থিতঃ ॥

হং-সঃ এই দুইটি অক্ষর বীজমন্ত্র পূরক-রেচকে অর্থাৎ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে দিবানিশি জপিত হওয়ায় হংসাখ্য প্রাণবায়ু আত্মারূপে দেহাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

জীবন-ধারণ-কার্য্যে জীব অবিরাম চেষ্টা-নিরপেক্ষ স্বাভাবিকভাবে এই "অজপা" মন্ত্রজপ করিয়া যাইতেছে। এই প্রাকৃতিক মন্ত্রযোগেই জীবের জীবন মূল ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত। ব্রহ্ম প্রকৃতি-পুরুষাত্মক। "হংসঃ" বীজের "হং" পদ পুরুষ স্বরূপ এবং "সঃ" পদ প্রকৃতি স্বরূপের বাচক। দেহ-সরোবরে আত্মা এই হংস রূপে বিচরণ করেন, সুতরাং এই মূল শব্দক্রিয়াটিই আত্মোপলব্ধির দ্বার-স্বরূপ। "হংসঃ" বীজ উদ্ভিন্ন হইলে সূর্য্যমণ্ডলে আত্মা প্রকাশিত হন। জপ-কার্য্যে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইতে হইতে 'হং' ও 'স' পদদ্বয়ের ক্রম-বৈপরীত্য ঘটিয়া "সোহহং" বীজ উৎপন্ন হয় এবং সেই "সোহহং" বীজ সিদ্ধ হইলে ক্রিয়াংশ 'স' ও 'হ' বর্ণদ্বয় লুপ্ত হইয়া গিয়া

আদিনাদ মহামন্ত্র "ওঁ" মাত্র অবশিষ্ট থাকে। রুদ্রযামল তন্ত্রে উক্ত তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে,–

প্রণবাজ্জায়তে হংসো হংসঃ সোহহং পরো ভবেৎ।
সোহহং জ্ঞানং মহাজ্ঞানং যোগিনামপি দুর্ল্লভম্ ॥
নিরন্তরং ভাবয়েদ্ যঃ স এব পরমো ভবেৎ ॥
হং পুমান্ সঃ স্বরূপেণ চন্দ্রেণ প্রকৃতিস্তু সঃ।
এতদ্ধংসং বিজানীয়াৎ সূর্য্যমণ্ডলভেদকম্ ॥
বিপরীতক্রমেণৈব সোহহং জ্ঞানং যদা ভবেৎ।
তদৈব সূর্য্যগঃ সিদ্ধো বাসুদেব-প্রপূজিতঃ ॥
হকারার্ণং সকারার্ণং লোপয়িত্বা ততঃপরম্।
সন্ধিং কুর্য্যাৎ ততঃ পশ্চাৎ প্রণবোহসৌ মহামনুঃ।

(৩)

এই প্রসঙ্গে "হংসঃ" মন্ত্র বা "অজপা-সাধন" সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক। দক্ষিণা-মূর্ত্তি সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,–

একবিংশতি সহস্র ষট্শতাধিকমীশ্বরি।
জপতে প্রত্যহং প্রাণী সান্ত্রানন্দময়ীং পরাম্ ॥
বিনা জপেন দেবেশি জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ।
অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশ নিকৃন্তনী ॥

প্রত্যেক মনুষ্যের এক অহোরাত্র মধ্যে একুশ হাজার ছয়শত বার শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া হয় এবং ততবার "হংসঃ" এই পরমময় জপ হইয়া থাকে। বিনা জপেই স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে এই জপক্রিয়া চলিতেছে, এইজন্য ইহাকে "অজপা" মন্ত্র বলা হয়, এই মন্ত্র ভববন্ধনের ছেদনকারী।

অজ্ঞাত ও অচেতন ভাবে এই অজপা জপ প্রতিনিয়ত সকলেরই হইতেছে ; উহাকে সাধনা দ্বারা জ্ঞানগম্য ও সচেতন ভূমিতে আনা যাইতে পারে। সাধক তখন হৃদয়ে স্বতঃ উত্থিত "হংস" মন্ত্রধ্বনি শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। মানুষ সাধনা দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক "হংসঃ" গতিকে "সোহহং" গতিতে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে, তখনই আত্মজ্ঞানের পথ খুলিয়া যায়। শাস্ত্রে অজপা সাধনকে শ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সাধন-প্রণালীতে ইহাকে অজপা-গায়ত্রী হংসবিদ্যা, হংসযোগ, আত্মমন্ত্র, প্রাণযজ্ঞ ইত্যাদি বিবিধ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। গীতার চতুর্থাধ্যায়ে "অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাহপরে" (৪/২৯) শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী ইহাকে অজপা-সাধন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা,—

যদ্বা "অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে" ইত্যনেন পূরক-রেচকয়ো র্বর্ত্তমানয়ো র্হংসঃ সোহহ- মিত্যনুলোমতঃ প্রতিলোমতশ্চ অভিবাজ্যমানেন অজপামন্ত্রেণ তৎ-ত্বং পদার্থৈক্যং ব্যতীহারেণ ভাবয়ন্তি ইত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে—

"সকারেণ বহির্যাতি হংকারেণ বিশেৎ পুনঃ।
প্রাণস্তত্র স এবাহং হংস ইত্যনুচিন্তয়েৎ।" ইতি।

সাধক শ্রীরামপ্রসাদ তাঁহার একটি সঙ্গীতে এই অজপা-সাধনের বর্ণনা দিয়াছেন,—

মন কি কর ভবে আসিয়ে।
ওরে দিবা অবশেষ, অজপার শেষ,
ক্রমেতে নিশ্বাস যায় ফুরায়ে॥
হং বর্ণ পূরকে হয়, সঃ বর্ণ রেচকে বয়,
অহর্নিশি করে জপ হংসঃ হংসঃ বলিয়ে॥
অজপা হইলে সাঙ্গ, কোথা রবে তব রঙ্গ,
সকলি হইল ভঙ্গ ভবানীরে না ভাবিয়ে॥

মধ্যযুগে ওঙ্কার সাধনা

বৈদিক, পৌরাণিক, স্মার্ত্ত ও তান্ত্রিক–সকল প্রকার শাস্ত্রীয় সাধনার ধারা ওঙ্কারে সম্মিলিত ও সমাহৃত। ওঙ্কার ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ নাম ও শ্রেষ্ঠ প্রতীকরূপে সর্বশাস্ত্রে স্বীকৃত। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বাসুদেব সার্বভৌমের সহিত বেদান্তবিচারের সময় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু হিন্দুশাস্ত্রের মর্মবাণীটি নিম্নোক্তরূপে ঘোষণা করিয়াছিলেন,–

"প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হৈতে সর্ববেদ জগতে উৎপত্তি ॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যযুগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে যে সকল সাধক-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যেও ওঙ্কার-সাধনার ধারা নানাভাবে প্রবাহিত ছিল। ওঙ্কার-সাধনাকে প্রাচীন আগমশাস্ত্রে শব্দযোগ, হংসযোগ, অনাহত নাদ-সাধন ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। মধ্যযুগের বিভিন্ন সাধক-সম্প্রদায়ে এই শব্দযোগের বিবিধ সাধন-প্রণালীর সন্ধান পাওয়া যায়। ওঙ্কার বা শব্দব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি–এই তত্ত্বটি সকল সম্প্রদায়ের স্বীকৃত একটি সাধারণ সত্য।

শিখধর্মের প্রবর্ত্তক গুরু নানক (১৪৬৯–১৫৩৮ খৃঃ) তাঁহার "জপজী" গ্রন্থের প্রথম মন্ত্রে ওঙ্কারের স্বরূপ ও মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহা নানকপন্থীদের গায়ত্রীস্বরূপ,–

ওঁ সত্যনামু কর্তাপুরুষু নির্ভয়ু নির্বৈর
অকালমূর্তি অয়ুনী সৈভং।
গুরুপ্রসাদু জপু ॥

তিনি ওঁকার পদবাচ্য, তিনি সত্যস্বরূপ, সৃষ্টিকর্ত্তা, ভয়রহিত, বৈররহিত, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে তিনি একরূপই থাকেন, তিনি জন্মরহিত। গুরুর

কৃপা লাভ করিয়া এই মন্ত্র জপ কর। দশম শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ (১৬৭৫–১৭০৮ খ্রীঃ) "জপজী" গ্রন্থে ওঁকারের বন্দনা গাহিয়াছেন,–

প্রণবো আদি এক ওঁকারা,
জলস্থল মই অল কিও পসারা ॥

আদিতে আমি সেই এক ওঁকাররূপী ব্রহ্মকে নমস্কার করি, যিনি জল স্থল ও ত্রিভুবন ব্যাপিয়া আছেন।

মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্ত মহাত্মা কবীর (১৩৯৮-১৫১৮) শব্দব্রহ্ম ওঁকারের সহিত একাত্মতা অনুভূতি লাভ করিয়া বলিতেছেন,–

শব্দস্বরূপী নাম সাহেব কা,
সো নিজ নাম হামারা।
নহিঁ মেরে হাড়্চাম নহিঁ লোহুঁ,
হম শত নাম উপাসী ॥

আমার সাহেব বা প্রিয়তমের নাম শব্দস্বরূপ অর্থাৎ প্রণব এবং তাহাই আমার নিজের নাম। আমার হাড়, চাম্ড়া ও রক্ত নাই অর্থাৎ আমি এই দেহ নই। আমি সত্যনাম ওঁকারের উপাসক।

হৃদয়গগনে নিরন্তর গম্ভীর ওঁকারধ্বনি বা অনাহত নাদ গুঞ্জরিত হইতেছে, সেই ধ্বনি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে হইবে,

কোই সুনতা হৈ জ্ঞানী রাগ গগন মেঁ,
আওয়াজ হোতী পীনী।
সব ঘট পূরণ পূর রহা হৈ,
সব সূরণকে খানী ॥

আছ কেহ জ্ঞানী, গগনে যে গম্ভীর সুর উঠিতেছে তাহা শুনিতেছ? সকল সুখের যিনি আকর, তিনি সকল ঘটকে পূর্ণ করিয়া পূর্ণ রহিয়াছেন।

অন্তরে এই অসীমের ধ্বনি যে একবার শুনিতে না পাইল, তাহার বাহিরের শত মধুর সঙ্গীত ও বাদ্য শুনিয়া কি ফল হইবে?

সুনতা নহীঁ ধুন কী খবর
অনহদকা বাজা বাজতা।

রস মন্দ মন্দির বাজতা

বাহর সুনে তো ক্যা হুআ ?

ইক প্রেমরস চাখা নহীঁ

অমলী হুআ তো ক্যা হুআ ?

অন্তরে সেই ধ্বনির খবর শুন নাই, ঐ যে অসীমের বাদ্য বাজিতেছে। হৃদয়-মন্দিরে রসের মৃদুমন্দ বাদ্য বাজিতেছে—তাহা না শুনিয়া যদি কেবল বাহিরের বাদ্যই শুনিতে থাক, তবে হইল কি ? সেই এক প্রেমরস যদি আস্বাদ না করিয়া থাক, তবে বাহিরে পবিত্র হইয়াছ ত কি হইল ?

দাদূ পন্থ বা ব্রহ্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, মধ্যযুগের বিখ্যাত মরমী সাধক দাদূদয়াল (১৫৪৪-১৬০৩ খ্রীঃ) ওঁকার-রহস্য ও শব্দযোগ সম্বন্ধে গভীর আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ওঁকার-বীজ হইতেই এই জগদ্‌বৃক্ষের সৃষ্টি,—

পহলী কীয়া আপথৈঁ উতপতি ওঁকার।

ওঁকার হী থৈঁ উপজৈ পংচ তত্ত আকার ॥

প্রথমে ব্রহ্ম আপনা হইতে উৎপত্তি করিলেন ওঁকার এবং ওঁকার হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে—পঞ্চতত্ত্ব (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম) এবং সকল আকার।

নিরঞ্জন নিরাকার হৈ ওঁকার হী আকার।

দাদূ সব রংগরূপ সব বিধি সব বিস্তার ॥

নিরঞ্জন (ব্রহ্ম) হইলেন নিরাকার, ওঁকারই হইল আকার। হে দাদূ, সকল রঙ্ সকল রূপ, সকল প্রকার বিধি বিস্তার সেই এক ওঁকার-বীজ হইতেই।

ওঁকারই সর্বশব্দের মূল বীজ। ওঁকার শব্দ হইতেই ব্রহ্ম করিয়াছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, তাই সকল ঘটেই নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে ওঁকার নাদ,—

আদি সবদ ওঁকার হৈ বোলৈ সব ঘটনাহিঁ।

দাদূ বলেন, সাধু নিত্যই এই শব্দে (সবদে) থাকেন যুক্ত ; এই 'সবদ' হইতে ভ্রষ্ট হইলেই তাঁহার সাধনা নষ্ট হইয়া যায়।

সাধ সবদ সৌঁ মিলি রহৈ, মন রাখে বিলমাই।
সাধ সবদ বিন ক্যোঁ রহৈ, তব হীঁ বীখরি জাই ॥

শব্দের (ওঁকারের) সাথেই সাধু রহেন মিলিয়া ও আপন মনকে রাখেন তাহাতে যুক্ত করিয়া। শব্দ বিনা অর্থাৎ ওঁকার জপ বিনা সাধু কেন থাকিবেন ? তাহা হইলেই যে সব যোগ যাইবে নষ্ট হইয়া।

ইহারই নাম শ্বাসে শ্বাসে জপ বা 'অজপাজপ'। যোগশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, দিবা রাত্রিতে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া দ্বারা জীব ২১,৬০০ বা ঐ মহামন্ত্র (ওঁ) জপ করিয়া যাইতেছে। ইহারই নাম 'হংস' মন্ত্র বা অজপা গায়ত্রী ; এই গায়ত্রী যোগীদের মোক্ষদায়িনী। করধৃত জপমালার পরিবর্ত্তে মধ্যযুগের সাধকেরা "শ্বাসমালা"তে জপ করার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এই শ্বাসের মালা সদাই চলিতেছে, যদি ইহাকে জপমালা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তবে নিরন্তর নাম করিতে হয়। জপমালা জপ করিবার সময় যদি একটি গুটিও অজ্ঞাতসারে নামজপ বিনা অতিক্রান্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে জপের "ব্যভিচার" হয়। তেমনি শ্বাসমালায় জপ করিবার সময় যে শ্বাসটিতে নাম জপ হইল না, তাহা বৃথা নষ্ট হইয়া গেল, এই জন্য সাধকেরা শ্বাসে শ্বাসে "সুমিরণ" করিতেন, শয়নকালে এই জপের ভার দিতেন ভগবানের হাতে।

দাদূ এই শ্বাস-মালায় জপসম্বন্ধে বলিয়াছেন,–

সাসৈঁ সাঁস সঁভারতা একদিন মিলি হৈ আই।
সুমিরণ পৈঁডা সহজকা সতগুর দিয়া দিখাই ॥

শ্বাসে শ্বাসে এই নাম অন্তরের মধ্যে রক্ষা করিতে করিতে একদিন আসিয়া মিলিবেন তিনি স্বয়ম্। সদ্‌গুরু দেখাইয়া দিয়াছেন যে, এই শ্বাসে শ্বাসে সুমিরণই (নাম স্মরণ, নামজপই) হইল সহজের পথ।

দাদূ ছিলেন মহাত্মা কীরের পুত্র কমালের শিষ্য। কবীর এই শ্বাসমালায় জপের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিলেন,–

কবির মালা কাট্‌কি বহুত জন করি ফের।
মালা ফের শ্বাসকি যানে গাঁঠি নাহি সুমের ॥

হে কবীর ! তুমি কাঠের মালা জপ করিও না ; যাহাতে সুমেরুর গাঁঠ নাই, অমন শ্বাসের মালা দ্বারাই নাম জপ কর। (যে বড় গুটিকাতে মালার আরম্ভ হয়, তাহার নাম মেরু বা সুমেরু)।

কবির অজপা সুমিরণ হোত হৈ
কহ শান্ত কহি ঠোর।
কর জিহ্‌বা সুমিরণ করে
য়হ সব মন কি দৌড় ॥

কবির বলিতেছেন, অজপা স্মরণই সাধকের একমাত্র আশ্রয় স্থান। তদ্ভিন্ন হস্তদ্বারা মালাজপা এবং রসনা দ্বারা নাম উচ্চারণ করা মনের দৌড় মাত্র, প্রকৃত জপ তাহা দ্বারা হয় না।

কবির মালা তো কর্ মে ফিরে
জিহ্‌বা মুখ মাহি।
মনুয়া তো চৌদিক ফিরে
ইয়ে তো সুমিরণ নাহি ॥

হে কবির ! জপের মালা হস্তে ফিরিতেছে, রসনা বদন-গহ্বরে ঘুরিতেছে, আর চিত্ত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, ইহা তো যথার্থ "সুমিরণ" (নাম জপ) নহে।

কবির মনমালা সদ্‌গুরু সেই
পবন সুরবিনতা পোনয়।
বিনু হাতে নিশি দিন ফিরে
ব্রহ্ম জপ তাহা হোয় ॥

হে কবির ! সদ্‌গুরু মন মালা জপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। শ্বাস প্রশ্বাসের গ্রথিত মালা বিনা হস্তে দিবারাত্রি ফিরিবে, তবে ত যথার্থ ব্রহ্ম-নাম জপ হইবে।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত
অমূল্য গ্রন্থাবলী

১ সরল ব্রহ্মচর্য্য
২ অসংযমের মূলোচ্ছেদ
৩ জীবনের প্রথম প্রভাত
৪ আদর্শ ছাত্র-জীবন
৫ আত্ম-গঠন
৬ সংযম-সাধনা
৭ দিনলিপি
৮ স্ত্রী-জাতিতে মাতৃভাব
৯ প্রবুদ্ধ যৌবন
১০ কুমারীর পবিত্রতা (১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড)
১১ নবযুগের নারী
১২ গুরু
১৩ অখণ্ড-সংহিতা (১ম-২৪শ খণ্ড)
১৪ মন্দির (গানের বই)
১৫ মূর্চ্ছনা (গানের বই)
১৬ মঙ্গল মুরলী (গানের বই)
১৭ মধুমল্লার (গানের বই)
১৮ সমবেত উপাসনা
১৯ His Holy Words
২০ নববর্ষের বাণী
২১ বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য
২২ বিবাহিতের জীবন-সাধনা
২৩ সধবার সংযম
২৪ বিধবার জীবন-যজ্ঞ
২৫ কর্ম্মের পথে
২৬ কর্ম্মভেরী
২৭ আপনার জন
২৮ পথের সাথী
২৯ পথের সন্ধান
৩০ পথের সঞ্চয়
৩১ ধৃতং প্রেম্না (১ম-৩৮শ খণ্ড)
৩২ বন-পাহাড়ের চিঠি (১ম-২য় খণ্ড)
৩৩ শান্তির বারতা (১ম-৩য় খণ্ড)
৩৪ সাধন পথে
৩৫ সর্পাঘাতের চিকিৎসা
৩৬ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা
৩৭ সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ

স্বরূপানন্দ সাহিত্য পাঠ করুন - আদর্শ জীবন গঠনের প্রেরণা নিন।

অযাচক আশ্রম, রহিমপুর, ডাক - মুরাদনগর, কুমিল্লা - ৩৫৪০, হইতে প্রকাশিত ও অযাচক আশ্রম ট্রাষ্ট (বাংলাদেশ) কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

লেখক পরিচিতি



চাঁদপুর জেলার বেরাচাকী গ্রামে ১৩০৬ বাংলা সনের ১লা অগ্রহায়ণ, ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ, ১৬ই নভেম্বর, লেখক জন্মগ্রহণ করেন। পিতা তিলকচন্দ্র চক্রবর্তী ও মাতা বামাসুন্দরী দেবীর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন। মাতৃগর্ভে থাকতেই পিতাকে এবং তিনমাস বয়সে মাতাকে হারিয়ে প্রায় আজন্ম পিতৃমাতৃহারা হন।

দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে মামাত ভাই চন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর বাড়িতে থেকে ১৯১৯ সনে চাঁদপুর হাসনালী জুবিলি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে বৃত্তিসহকারে উত্তীর্ণ হন।

সারাদেশে তখন অগ্নিগর্ভ। কিন্তু বেদান্তের "অভীঃ" মন্ত্রে দীক্ষিত এই মেধাবী যুবক শাসক ইংরাজের রক্তচক্ষু আর নির্যাতনের ভয়কে পরোয়া না করে ভর্তি হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত ঢাকা ন্যাশনাল কলেজে। সেই সময় স্বদেশী স্কুল ও কলেজগুলি শাসকগোষ্ঠীর চক্ষু শূল ছিল। সগৌরবে এই কলেজ থেকেই তিনি ১৯২৫ ইং সনে ইতিহাসে ও দর্শন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেনীতে প্রথম হয়ে এম.এ. পরবর্তীতে পি.এইচ.বি. সহ স্বর্ণপদক লাভ করেন।

মাতা যেমন সন্তানকে স্নেহাশ্রয়ে রাখেন ঢাকা ন্যাশনাল কলেজও তেমনি তাঁর কৃতি সন্তানকে অধ্যাপক পদে বরণ করে গৌরব বোধ করেছিলেন। কিন্তু বিধাতার বিধান অন্যরূপ। বৃহত্তর কর্মজগৎ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। মহাবিদ্যালয়ের চার দেয়াল তাঁকে আটকে রাখতে পারল না।

জগতের কল্যানই যাঁর একমাত্র ব্রত, সর্বজন শ্রদ্ধেয়, আজীবন ত্যাগব্রতী শ্রদ্ধেয় রাসমোহন চক্রবর্তী পরবর্তীতে কুমিল্লার দানবীর মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুরোধে স্বীয় পিতার নামে ঈশ্বর পাঠশালা উচ্চ বিদ্যালয় এবং পুণ্যবর্তী মাতা রামমালা দেবীর স্মৃতি রক্ষার্থে গড়া রামমালা ছাত্রাবাস ও রামমালা গ্রন্থাগার এবং মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠান সমূহের যোগ্যতম সেবক ও কর্ণধার হিসেবে যোগদান করেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই মহাযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহের সেবক ও কর্ণধার ছিলেন।

তিনি ছিলেন জ্ঞান সিন্ধুক অক্লান্ত ডুবুরি। অপরিসীম নিষ্ঠা নিয়ে তিনি বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত, পালি ও হিন্দি ভাষায় অগাধ পান্ডিত্ব অর্জন করেছিলেন। ১৯২৬ ইং শান্তিপুর পুরাণ পরিষদের উপাধি পরীক্ষায় প্রথমস্থান লাভ করে তিনি স্বর্ণপদক পান এবং "পুরানরত্ন" উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯২৮ ইং ভারতীয় সাহিত্যমণ্ডল তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে "বিদ্যাবিনোদ" উপাধি প্রদান করেন।

১৩৮৯ বাংলা, ২৯ বৈশাখ, ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ, ১৪ই মে তিনি ভবলীলা সমাপন করে পরব্রহ্মে লীন হন।

অযাচক আশ্রম-বাংলাদেশ, কেন্দ্রীয় কার্যালয়-রহিমপুর, ডাক - মুরাদনগর জেলা-কুমিল্লা - ৩৫৪০ হইতে প্রকাশিত ও প্রচারিত